শাহাদাত মৃত্যু নয়

জীবনেরই অপর নাম

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। আল্লাহর নিকট থেকে তারা জীবিকা পাচ্ছে।" (আল ইমরান ১৬৯)

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ

শাহাদাত মৃত্যু নয়,জীবনেরই অপর নাম

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ

প্রকাশক ঃ মারজিয়া বেগম
সভাপতি,
শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল ঃ
১ম প্রকাশ আগস্ট, ২০১৪
২য় প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

স্বত্ত্বাধিকার ঃ শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ ফাউন্ডেশন

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ ফাউন্ডেশন
কাউছার মঞ্জিল,উত্তর তেমুহনী, লক্ষ্মীপুর ।

মুদ্রণে ঃ ডিজিটাল সাইন
১৪০ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৯১৫-০৯৩৯১১

সূচীপত্র

- ❒ শাহাদাত ৭
- ❒ শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম ৭
- ❒ শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য ৯
- ❒ শাহাদাত প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ১৬
- ❒ শাহাদাতের কামনা ১৯
- ❒ কি কারণে তুমি শাহাদাতের কামনা করবে ২০
- ❒ শহীদদের কামনা সম্পর্কে হাদীস ২২
- ❒ শহীদদের অপরাধ ২৫
- ❒ শাহাদাতের মর্যাদা ২৬
- ❒ শহীদদের লাশ পঁচে না ৩০
- ❒ শহীদগণ নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেন না ৩১
- ❒ কিয়ামতের দিন শহীদগণ তাজা রক্ত নিয়ে উঠবে ৩১
- ❒ শহীদগণ অমর ৩২
- ❒ শহীদদের জন্য উল্লেখযোগ্য ৬ টি পুরস্কার ৩২
- ❒ লেখকের পরিচিতি ৩৫

প্রকাশকের কথা

এই বইটি মূলতঃ শাহাদাতের উপর লিখিত শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদের একটি নোট। যার উপর ভিত্তি করে তিনি গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৩ (তার শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে) লক্ষীপুর পৌরশাখার দায়িত্বশীল ভাইদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়ার সময় ভীষণ আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন।

কাদের মোল্লাহ ভাইয়ের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে দেওয়া উক্ত দিনের সেই বক্তব্যে- ঠিক এভাবেই তিনি তার শাহাদাত লাভের চরম অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন,

"আমার রব, যখন চান এবং যেখানে চান আমাকে সেখানে, সে ভাবে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাহলে আমি আমার মালিকের কাছে শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করব না কেন? কেন আমি শাহাদাতের সেই মহান মর্যাদার অধিকারী হতে চাইব না?"

গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে কাদের মোল্লাহ ভাইয়ের শাহাদাতের পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, **"শহীদের মৃত্যু সবার ভাগ্যে জুটে না ..."** আর মাত্র একদিন পরেই গত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে তিনিই আল্লাহর কাছে চলে গেলেন।

তার শাহাদাতের কিছুদিন পরই আমি তার লিখিত এই নোটটি পাই, যেটি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। একথা বলা বাহুল্য যে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে যেকোন সময়ে মৃত্যু তার জন্য খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শাহাদাতের অমৃত সুধা পানের জন্য তার হৃদয় যে কতখানি ব্যাকুল ছিল- তার এই নোটটি পড়ে, আমি আবারও উপলব্ধি করলাম।

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

মোল্লাহ ভাইয়ের শাহাদাতের পর তার এমন প্রতিক্রিয়া, শাহাদাতের উপর দেয়া তার আবেগময়ী বক্তব্য এবং সর্বোপরি তার এই লিখিত নোট এ সবকিছুই মূলতঃ শাহাদাতের প্রতি তার অদম্য আগ্রহেরই প্রকাশ। আর তার এই অদম্য আগ্রহই আমাকে তার শাহাদাতের উপর লিখিত এই নোটটি প্রকাশে বিশেষভাবে উদ্যোগী এবং অনুপ্রাণিত করেছে।

নানারকম প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝে এই নোটটি বই আকারে প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে যারা এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটির ১ম সংস্করণে যে সকল ভুল ছিল, ২য় সংস্করণে সেগুলো কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেছি।

আমার বিশ্বাস, কোরআন-সহীহ হাদীসের তথ্য সমৃদ্ধ এই নোটটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান করতে কিছুটা হলেও অনুপ্রেরণা যোগাবে। আর পাঠকবৃন্দ সত্যিকারের অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারলেই ইসলামী আন্দোলন আরও বেগবান হবে এবং তার শাহাদাতও স্বার্থক হবে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই- মহান আল্লাহ যাতে শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদের ক্ষুদ্র এই প্রয়াসকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করে নেন এবং সেই সাথে তার এই শাহাদাতকে কবুল করে নিয়ে তাকে শহীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমীন।।

-মারজিয়া বেগম

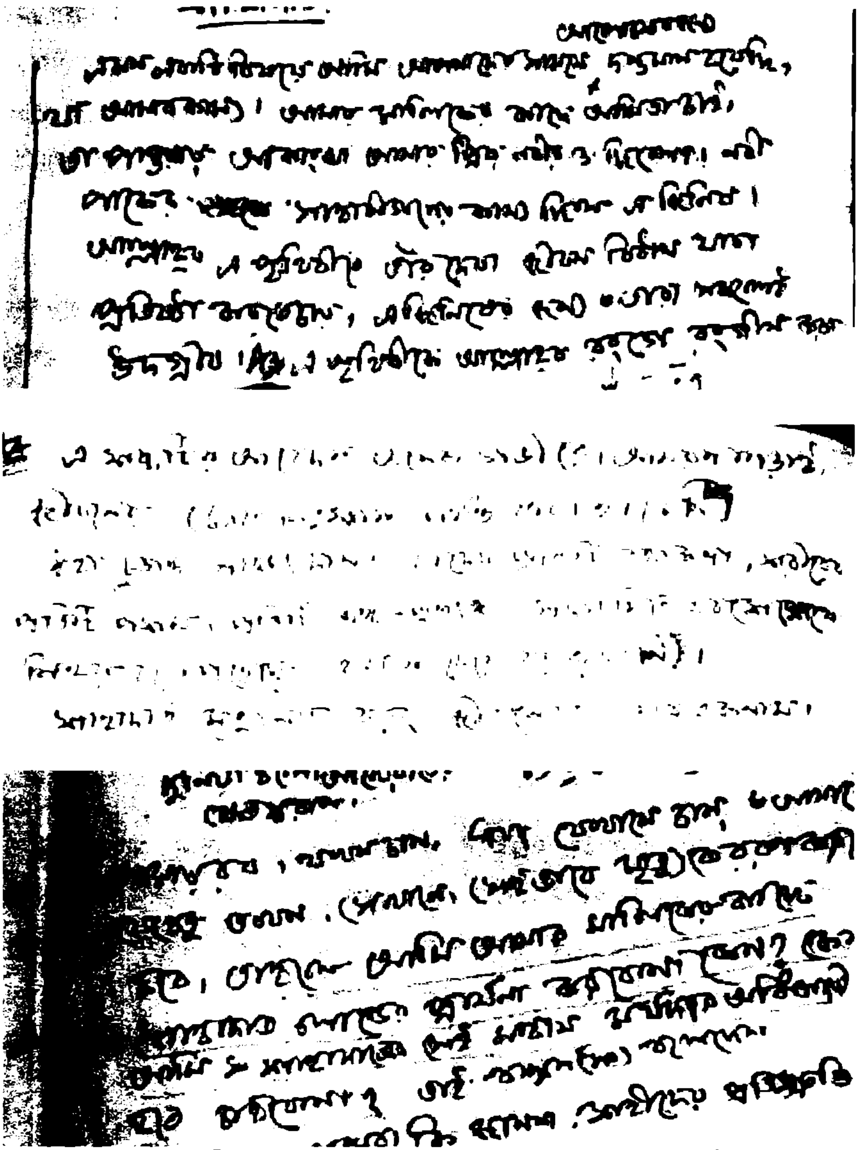

স্বহস্তে লিখিত শহীদ ডা: ফয়েজ আহমদের শাহাদাতের উপর নোটের কিছু অংশ

শাহাদাত

এমন একটি বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে আলোচনার জন্য দন্ডায়মান হয়েছি যা আমার এতান্তই কাম্য। আমার মালিকের কাছে তা আমি চাই। তা পাওয়ার আকাংখা আমার প্রিয় নবীরও ছিল। নবী পাকের সাহাবীগণের কাম্য ছিল এ জিনিস (শাহাদাত)। আল্লাহর এ পৃথিবীতে তাঁর দেয়া জীবন বিধান যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এ জিনিসের জন্য তারা সকলেই উদগ্রীব। এ শব্দটির আবেদন অনেক গভীরে। দ্বীনের পথে আমরণ লড়ায়ের মাধ্যমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যারা থামেনি, এটা তাদের জন্য চূড়ান্ত সাক্ষ্যদান। যাদের প্রতিটি রক্তকণা, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিতে দিতে অবশেষে নিথর হয়ে পড়ে, ইহা সবচেয়ে বড় কুরবানী।

শাহাদাত মৃত্যু নয় বরং জীবনেরই আর এক নাম

صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

"আল্লাহর রং ধারণ কর, আর কার রং তার চেয়ে ভাল"[১]।

এ পৃথিবীকে আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গীন করা যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, এ জিনিস তাদের কাছে **"শারাবান তহুরা"**-র মতই মোহময়।

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনেকেই তা পান করে সাফল্য অর্জন করেছেন। আমরাও তার অপেক্ষায় আছি।

মুমিনের মোহময় বস্তুটি হচ্ছে আরবী ভাষার একটি শব্দ। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার একটি প্রক্রিয়া, সে শব্দটির নাম হচ্ছে "শাহাদাত"। সৌভাগ্যবশতঃ এ প্রক্রিয়ায় যিনি জীবন দান করতে পারেন তার উপাধি এবং পদবী হল "শহীদ" এ উপাধি পাওয়ার প্রবল আকাংখার কথা **রাসূল (সাঃ)** এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

কসম সেই সত্তার যার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ।
আমার বড় সাধ আল্লাহর পথে নিহত হই
আবার জীবন লাভ করি আবার নিহত হই
আবার জীবিত হই আবার নিহত হই।

মুমিনের জীবনে তিনটি স্তর ঃ

১ হিজরত
২ জিহাদ
৩ শাহাদাত

কাজেই জিহাদের সাথে সাথে শাহাদাতের তামান্না অবশ্যই থাকতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী। এটা ফী সাবিলিল্লাহর পথে চলার দাবী।

কাজেই ফী সাবিলিল্লাহর পথিকদের হিজরত, জিহাদ ও শাহাদতের অভিলাষ রন্দ্রে রন্দ্রে অনুভূত হবে। আর এর জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত পোষণ করতে হবে।

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

"এরাই ঐ সব লোক, যারা সবরের ফল হিসাবে উঁচু বাসস্থান পাবে এবং সেখানে তাদেরকে আদরের সাথে ও সালাম দিয়ে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হবে"। [২]

কাজেই মুমিনের পুরস্কার স্বরূপ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহ মুমিনের পৃষ্ঠপোষক।

শাহাদাতই মুমিন জীবনের কাম্য

কোন মানুষই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। দিনের পর যেমন রাত আসে এবং অন্ধকারের পরে আলো আসে। তেমনি জীবনের পরে মৃত্যু আসবেই। দুনিয়ার সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলে কিন্তু মৃত্যু সমস্যার কোন সমাধান নেই।

একজন আরব কবি যথার্থই বলেছেন ঃ-

"মৃত্যু এমন এক শরবতের পেয়ালা যা সবাইকে পান করতে হবে

এবং কবর এমন এক দরজা যা দিয়ে সবাইকে প্রবেশ করতে হবে"

যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তারা দু' ধরণের।

১ **মৃত মানুষ**

২ **শহীদ**

১ **মৃত মানুষঃ** মানুষের প্রাণ যখন দেহ ত্যাগ করে তখন সে মরে যায়। বলা হয় সে মৃত। কোন মানুষ পরিণত বয়সে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে। কারো মৃত্যু হয় আকস্মিক ভাবে দুর্ঘটনা বা কোন রোগের ফলে। কেউ অত্যাচারের স্বীকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে বা আইনগত ভাবে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়। কেউ বা আত্মহত্যা করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অর্থাৎ জীবনকে কেউই ধরে রাখতে পারে না। মরণকে বরণ করতেই হয়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

"প্রতিটি জীবনকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে"। [৩]

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ

"হে নবী এদের বলে দিন যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ, সে তোমাদের নাগাল পাবেই"। [৪]

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

"বল, 'তোমরা যদি তোমাদের ঘরে থাকতে তাহলেও যাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া অবধারিত রয়েছে, অবশ্যই তারা তাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বের হয়ে যেত" । [৫]

কোন ব্যক্তির মৃত্যু কোথায় এবং কিভাবে হবে তাও কোন মানুষ জানে না।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

"কোন প্রাণীই জানে না কোথায় এবং কিভাবে তার মৃত্যু হবে" । [৬]

আর মৃত্যু কারো ইচ্ছে অনুযায়ী তার সুবিধামত সময়ে আসবে না। আসবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই নির্ধারিত সময়ে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

"কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত রয়েছে। যে ব্যক্তি ইহকালীন ফলের আশায় কাজ করবে তাকে আমরা এ দুনিয়া হতেই দান করব। আর যে পরকালীন সুফল পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে সে পরকালেই তার সওয়াব পাবে এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদেরকে তাদের কাজের ফল আমি নিশ্চয়ই দান করব" । [৭]

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

২ শহীদ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, কুরআন এবং হাদীসে তাদের জন্য 'শহীদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনাময়।

শাহাদাত শব্দটি আল-কুরআনে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(ক) সাক্ষ্য অর্থে।

(খ) আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবানী অর্থে।

(ক) সাক্ষ্য অর্থে ঃ

একজন মুমিন যখন তার সুস্থ সচেতন জ্ঞান- বুদ্ধি বিবেকের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে স্বীয় জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তার কথা ও কাজের মাধ্যমে মানব সমাজের কাছে সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। আর এ ধরণের সাক্ষ্য বহনকারীদেরকেই 'শহীদ' বলা হয়।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

"এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি। যাতে করে তোমরা গোটা মানবজাতির জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা (বাস্তব নমুনা) হতে পার এবং রাসুল (সঃ) যেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্য হন"[৮] ।

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী" ।[৯]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"হে নবী! আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসাবে" ।[১০]

وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

"যাতে করে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরাও সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য" । [১১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে দাড়াও" ।[১২]

❑ উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অর্থে

عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"আর তাদেরকে শাস্তি দেবার সময় একদল ঈমানদার লোক যেন উপস্থিত থেকে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে"[১৩] ।

❑ জ্ঞান অবগতি ও জানা অর্থে

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

"আর এই মহা সত্য সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট"[১৪] ।

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"আল্লাহর প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষী আছেন"[১৫] ।

❑ সাক্ষ্য গোপন করতে নেই

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ

"তার চাইতে বড় জালেম কে হতে পারে যে আল্লাহর সাক্ষীকে গোপন করেছে"[১৬] ।

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

(খ) আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবানী অর্থে

মুমিনগণ দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং প্রবল উদ্দীপনা ও আবেগের সাথে এ পথে নিজের জীবন দান করেন। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেন। এ মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জীবন দান করার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন যে, তিনি যে আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছেন, তাকে তিনি বাস্তবিকই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করছেন এবং আল্লাহর এই দ্বীন তার কাছে এতই প্রিয় যে, এ জন্য জীবন দান করতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না।

وَتِلْكَ الْ أَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ

"এবং এভাবে আল্লাহ জেনে নিতে চান, তোমাদের মধ্যে কারা সত্যিকার ঈমানদার এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদের গ্রহণ করতে চান"। [১৭]

وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ

"আর শহীদদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার ও নূর"। [১৮]

শাহাদাত প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত

১ শাহাদাতে হাকিকী।

২ শাহাদাতে হুক্মী।[১৯]

১ শাহাদাতে হাকিকী

যারা সচেতন ভাবে আল্লাহর রাহে, তাঁরই দ্বীনের বিজয়ের প্রয়োজনে শত্রুর হাতে জীবন দিয়েছেন তারাই হাকিকী শহীদ।

হযরত ফোজাইল ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) হাকিকী শহীদকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ঈমান ও আমলে কামেলের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছে তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর শহীদ।

(খ) ঈমান ও আমলে কামেলের সাথে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে বা এক পর্যায়ে পালাবার সময়ে যারা নিহত হয়েছেন তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ২য় শ্রেণীর শহীদ।

(গ) ঈমান ও আমলের দূর্বলতা সহ সম্মুখ যুদ্ধে যারা শত্রুর সাথে নির্ভীক ভাবে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন। তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ৩য় শ্রেণীর শহীদ।

(ঘ) দূর্বল ঈমান কিন্তু ফিসক ও গুনাহের জীবন সহ সম্মুখ যুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছেন তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ৪র্থ শ্রেণীর শহীদ।

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

২ শাহাদাতে হুক্‌মী

যারা শত্রুর হাতে যুদ্ধে নিহত হয়নি, অথচ আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে যাদের মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন তারাই হুক্‌মী শহীদ। তবে তার জীবনে শাহাদাতের ইচ্ছা থাকতে হবে।

কোন ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে ও শেষ নবীর রেসালাতে পূর্ণ বিশ্বাসী এবং ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করলে তাদেরকেও শহীদ বলে গণ্য করা হয়। আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়া আর ৫ প্রকার মৃত্যুকে শহীদ বলা হয়।

(ক) কোন মুসলমান ন্যায়ের ভিত্তিতে আপন ব্যক্তিসত্তা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে অন্যায়কারীর হাতে অন্যায় ভাবে নিহত হলেও তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন।

(খ) কেউ নিজের বৈধ অধিকার সংরক্ষণ বা আপন হালাল উপার্জিত সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে চোর-ডাকাত ও হাইজ্যাকারের হাতে নিহত হলেও তাকে শহীদ বলা হয়।

(গ) কেউ অন্যের জীবন কিংবা নিজের স্ত্রী অথবা অন্য কোন সতীসাধ্বী নারীর সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিলে তাকেও শহীদ বলে। কারণ এক্ষেত্রে ও ভাল-মন্দ ও আল্লাহর বিধানের মর্যাদা অমর্যাদার প্রশ্নটি সুস্পষ্ট।

(ঘ) ইসলামের বিধি-বিধানকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম নিজের মাতৃভূমির নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংগ্রামরত অবস্থায় কারও প্রাণ নাশ ঘটলে তাকেও শহীদ বলা হয়।

(ঙ) কেউ যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে পানিতে ডুবে, সর্প-দংশন, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, মহামারীতেও নারীর সন্তান প্রসবে মারা গেলেও শহীদ বলে গন্য করা হয়।

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্যে থেকে। মানুষ যাদের সঙ্গ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই না চমৎকার সংগী"।[২০]

এ ভাবেই আল্লাহর দেয়া জানমালকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দিয়েই একজন মুসলিম ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কোনরূপ হিসাব নিকাশ ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী হন।

শাহাদাতের কামনা

মুমিন জীবনের আসল কামনা হওয়া উচিত আখিরাতের সফলতা। আর আখিরাতের সফলতা তখনই লাভ করা যায় যখন দুনিয়ার জীবনে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের নাজাতের জন্য আমলের স্থান হল এই দুনিয়া।

দুনিয়া হল আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ

আমার রব, যখন চান এবং যেখানে চান আমাকে সেখানে, সে ভাবে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাহলে আমি আমার মালিকের কাছে শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করব না কেন? কেন আমি শাহাদাতের সেই মহান মর্যাদার অধিকারী হতে চাইব না?

তাই রাসুল সাঃ বলেছেন,

সা'আদ! তোমরা কি জাননা শহীদের জন্য কি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে?

১ ক্ষমার।

২ অমরত্বের।

৩ শাহাদাত লাভের পরপরই তাদের রবের সান্নিধ্য লাভের এবং জান্নাতে ঘুরে বেড়াবার।

৪ সুপারিশ করার অধিকার লাভের।

৫ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রদানের।

কি কারণে তুমি শাহাদাতের কামনা করবে

১ শাহাদাতের কামনা থাকলে আল্লাহর পথে লড়ার ব্যাপারে গাফেল হবে না।

২ শাহাদাতের তামান্না থাকলে আন্দোলনের কর্মকান্ডে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে উৎসাহ পায়।

৩ শাহাদাতের কামনা থাকলে মৃত্যুর ভয় এবং অন্য যে কোন প্রকারের প্রতিবন্ধকতা আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না।

৪ মৃত্যুর ভয় এবং অন্য যে কোন প্রতিকূলতা যদি তাকে আন্দোলনে গাফেল না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে। আর যদি তাকে গাফেল করে দেয়। তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের তামান্না অনুপস্থিত।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا

نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

"যে কেউ পরকালীন ফসল চায় তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায় তাকে দুনিয়া হতেই দান করি। কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না"। [২১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হল, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখিরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছ? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজসরঞ্জাম আখিরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে"। [২২]

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়। তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়বে এবং মারা যাবে অথবা বিজয়ী হবে তাকে নিশ্চয়ই আমি মহাপুরস্কার দান করবো"। [২৩]

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে অতঃপর তারা মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়)"। [২৪]

শহীদের কামনা সম্পর্কে হাদীস

১ যারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে তারা কামনা করে যে, তাদের সাথী যারা এখনও শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায়। তারা এ কামনা করে যে, আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও যেন সে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ " ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ ، فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا سورة آل عمران آية إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

উসমান ইবন আবূ শায়বা -ইবন আববাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের ভাইগণ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন আ্ল্লাহ্ তাদের রূহ্সমূহ (আত্মা) সবুজ পাখির পেটে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারা জান্নাতের ঝরনায় গিয়ে এর পানি, দুধ ও মধু পান করতে লাগলো এবং জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে লাগলো। এরপর জান্নাতের সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় ও অবসর বিনোদনের স্বাদ গ্রহণের পর তারা বলে উঠল, আমাদের এরূপ অবস্থার কথা যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি ও পানাহার করছি, কে আমাদের ভাইদেরকে দুনিয়াতে পৌঁছিয়ে দেবে, যাতে তারা এটা শুনে জিহাদে অমনযোগী না হয় এবং যুদ্ধ ভীরুতা প্রদর্শন না করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমিই তাদেরকে তোমাদের অবস্থার কথা পৌঁছিয়ে দেবো। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে (অর্থাৎ) " তোমরা মনে করো না যে, যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ দিয়েছে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট পানাহার গ্রহণ করছে" নাযিল করলেন।[২৫]

২ জান্নাতবাসী বেহেশতের নেয়ামত পেয়ে এত খুশী হবে যে তাদের কেউ এ নেয়ামত ছেড়ে দুনিয়ায় আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদেরা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আসতে চাইবে।

قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّالشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ".

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়াতে এর সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে।[২৬]

৩ জান্নাতে যারা যাবে তাদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবে না যে, সে দুনিয়ায় ফিরে আসুক। কিন্তু শহীদগণ কামনা করবে যে আল্লাহ তাদেরকে আবার দুনিয়া ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে একবার নয় দশবার কামনা করবে।

قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَاأَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلى الدُّنْيَا وَلَهُ مَاعَلَى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ، إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ "

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা

পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।[২৭]

শহীদদের অপরাধ

যারা শাহাদাত বরণ করে তাদেরকে হত্যা করা হয় কেন? কি অপরাধে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়? কি অপরাধে প্রতিপক্ষ তাদের জীবনকে বরদাশত করতে পারে না? হ্যাঁ তাদের অপরাধ আছে। একটি মাত্র অপরাধ।

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

"তাদের (ঈমানদারদের) থেকে কেবল একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে, তা হচ্ছে তারা সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। যিনি স্বপ্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক"[২৮]।

রাসূল (সঃ) এর আবির্ভাবের ১০ বৎসর পূর্বে সাদেক, সদুক ও শালুম নামে তিন পয়গাম্বর একত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[২৯] তারা ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করেন। হাবীব ইবনে ইসমাঈল নাজ্জারের সাথে দেখা হলে তারা তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। হাবীব ইবনে ইসমাঈল নাজ্জার ইসলাম কবুল

করলেন। তার জাতির লোকেরা তাঁকে লাথি মেরে পাথর নিক্ষেপ করে এবং বেদম প্রহার করে শহীদ করলো, আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উক্ত ঘটনার বর্ণনা এসেছে।

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

"আর এ ব্যক্তিকে বলে দেওয়া হল যে দাখিল হও জান্নাতে। সে বলল হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারত আমার রব কোন জিনিসের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন।"[৩০]

শাহাদাতের মর্যাদা

যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে কুরবান করে শহীদ হয়েছেন, তাদের মর্যাদার কথা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসুল (সঃ) কুরআন এবং হাদীসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে কোন দৃষ্টিই আল্লাহর দর্শন লাভ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু শহীদরা মৃত্যুর পর পরই আল্লাহর দর্শন লাভ করেন।

ওহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধের পর রাসুল (সঃ) আবদুল্লাহকে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেন,

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا جَابِرُ أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَبِيكَ " . قُلْتُ بَلَى . قَالَ " مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا . فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَىَّ أُعْطِكَ . قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً . قَالَ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ . قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} " . الآيَةَ كُلَّهَا

"হে জাবির আমি কি তোমাকে তোমার পিতার সংগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাক্ষাতের সুসংবাদ দেব না? জাবির বলেন, অবশ্যই দিন হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বলেন আল্লাহ কখনো অন্তরাল বিহীন অবস্থায় কারো সাথে কথা বলেননি। কিন্তু তোমার আব্বাকে জীবিত করে তার সংগে অন্তরাল বিহীন মুখোমুখি কথা বলেন। তিনি তাকে বলেন হে আমার গোলাম তোমার যা খুশী আমার নিকট চাও, আমি তোমায় দান করবো। তিনি জবাবে বলেছেন, হে আমার মনিব আমাকে জীবিত করে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আবার আপনার পথে শহীদ হয়ে আসি। তখন আল্লাহ বলেন আমার এ ফয়সালা তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি যে, মৃত লোকেরা ফিরে যাবে না। তখন তোমার পিতা আরজ করেন, আমার মনিব তবে অন্তত: আমাকে যে সম্মান ও মর্যাদা আপনি দান করেছেন তার সুসংবাদ পৃথিবী বাসীকে জানিয়ে দিন। তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতক'টি নাযিল করেন।"[৩১]

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। আল্লাহর নিকট থেকে তারা জীবিকা পাচ্ছে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা কিছু দান করেছেন, তা পেয়ে তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। আর যে সব ঈমানদার লোক পৃথিবীতে রয়ে গেছে এখনও সেখানে পৌছেনি, তাদের কোন চিন্তা নেই জেনে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল। তারা জানে, আল্লাহ ঈমানদার লোকদের কর্মফল নষ্ট করেন না।"[৩২]

উহুদ যুদ্ধে হযরত তালহা (রাঃ) নিজে ঢাল হয়ে গিয়েছিলেন। শতশত তীর তার দেহ ক্ষত বিক্ষত করেছে। **রাসূল (সঃ) তাই বলে ছিলেন,**

مَن سره ان ينظر إلى رجل يمشي على الأض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله

"তোমরা যদি কোন শহীদকে ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করছে দেখতে চাও, তবে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখ"[৩৩]।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বোঝ না"[৩৪] ।

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

"এবং যে আল্লাহর পথে নিহত হবে, কখনই আল্লাহ তার আমল সমূহ নষ্ট করবেন না।"[৩৫]

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

" আর যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য হিজরত করেছে অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম রিযিক দান করবেন। আর তিনি উত্তম রিযিক দাতা"[৩৬] ।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মরে যাও তবে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের নসীব হবে, তা এই দুনিয়ার লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করেছে তা থেকে অনেক উত্তম"[৩৭] ।

শহীদের লাশ পঁচেনা

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : لما حضر أحد دعانى أبى من الليل. فقال : ما أرانى إلا مقتولاً فى أول من يقتل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . إنى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم .إن على ديناً فأقض . واستوص بأخوتك خيراً . فأصبحنا . فكان أول قتيل .ودفن معه آخر فى قبر .ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخر . فاستخرجه بعد ستة أشهر .فإذا هو كيوم وضعته غير هنية فى أذنه.

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,

"আমার আব্বা ও চাচাকে একই সাথে একখানা নকশা করা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কিছু দিন পর দুই ভাই একসাথে কবরে থাকা আমার নিকট ভাল মনে হল না। তাই ছয় মাস পরে আমি রাসূল (সঃ) এর অনুমতি নিয়ে আমার আব্বাকে কবর থেকে উঠালাম। তার কান ব্যতীত সমগ্র শরীর এমন ছিল যেন ঐদিন কিছুক্ষণ আগেই দাফন করা হয়েছে। (শহীদের কান হিন্দা কেটে মালা তৈরী করে ওয়াহসীকে উপহার দিয়ে ছিল তাই তার কান কবরে দেয়া যায়নি) " ।[৩৮]

শহীদরা নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেন না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّهِيدُ لاَ يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَايَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا "

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

"শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করেন না। তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ের কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল ততটুকুই অনুভব করে মাত্র" । [৩৯]

কিয়ামতের দিন শহীদগণ তাজারক্ত নিয়ে উঠবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيسَبِيلِهِ . إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ "

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করিম (সাঃ) বলেন,

"কসম সেই সত্ত্বার! মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতের মুঠোয়, কেউ আল্লাহর পথে কোন আঘাত পেলে কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়েই উঠবে আর তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে এবং রং হবে রক্তের মতই কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো"[৪০] ।

শহীদগণ অমর

এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েও আলমে বারযাখে তারা জীবিত। তাদের প্রাণ সবুজ পাখির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত তাদের আবাস। ভ্রমন করে বেড়ায় তারা গোটা জান্নাত। অতঃপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে।

শহীদদের জন্য উল্লেখযোগ্য ৬টি পুরস্কার

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكَمُ : سِتُّ خِصَالٍ : أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ ، وَيَرَى قَالَ الْحَكَمُ : وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ ، وَيُزَوَّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْحَكَمُ : يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ "

মেকদাম ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

আল্লাহর নিকট শহীদদের জন্য ছয়টি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার রয়েছে।

১ প্রথম রক্তপাতেই তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

২ জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হয় এবং উপঢৌকন স্বরূপ হুর প্রদান করা হবে।

৩ তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

৪ সে ভয়ানক আতংক থেকে নিরাপদে থাকবে যা শিংগায় ফুঁ দেয়ার সময় মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে।

৫ তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার একটা মনি মুক্তা দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতেও উত্তম হবে।

৬ তাকে তার সত্তর জন আত্মীয় স্বজনের শাফায়াতের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে।[৪১]

শাহাদাত হচ্ছে এমন এক নেয়ামত যা প্রচন্ড গরমের দিনে খরতপ্ত চারাগাছ যেমন বৃষ্টির পানিতে সজীবতা লাভ করে, তেমনি শাহাদাতের বিনিময়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী সৈনিকগণ নতুন জীবন লাভ করে। তাদের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। চুড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায়। শাহাদাতের প্রেরণা তাদের অন্তরে তীর্যক প্রবাহ সৃষ্টি করে দেয়। শাহাদাতের আকাংখা তাদের অন্তরে বিরাজ করে। এইরূপ আকাংখা সে সব সৈনিকদের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করবে। তারা শহীদ হতে না পারলেও আল্লাহ পাক তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। সহীহ মুসলিম শরীফের এই হাদীসই তার সাক্ষী বহন করে।

أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " .

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

সহল বিন হানীফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেন-

"যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করল, আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। যদি তিনি নিজ ঘরে নিজের বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করেন"। [৪২]

এই জন্যই তো দেখি আমীরুল মুমেনীন উমর (রাঃ) দোয়া করতেন-

فعن عبد اللّٰه بن عمر رضى الله عنهما قال: كان جُلّ دعاء عمر رضى الله عنه بها :

اللّهم ارزقني الشهادة في سبيلك

"ওগো আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাতের রিযিক দান কর"। [৪৩]

সুতরাং এই লোভনীয় পৃথিবীর প্রতি নির্মোহ হয়ে আখিরাতের জন্য আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে তাঁর রাহে জীবন কুরবানী করার চাইতে বীরোচিত কাজ আর কিছু হতে পারে কি?

আল্লাহ পাক আমাদেরকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন। (আমিন)!

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনই জানি,
শহীদি রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দেগানী'।
শহীদি ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী,
হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারী। [৪৪]

লেখক পরিচিতি

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ, ১৯৪৬ সালে লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার লামচর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মরহুম জয়নাল আবেদীন ভাট এবং মরহুম আমেনা বেগমের চার ছেলে এবং তিন মেয়ের মাঝে সবার কনিষ্ঠ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই অনেক সংগ্রামী জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই তিনি তার শিক্ষাজীবন শুরু করেন। জন্মের কিছুদিন পরেই তার মায়ের মৃত্যুর কারণে বড় বোনের অধীনেই তার স্কুল জীবন শুরু হয়। এভাবে চাঁদপুরের গৃদকালিন্দিয়া স্কুল থেকে প্রাইমারী পাশের পর তার বড় ভাইয়ের চেষ্টায় ১৯৬৭ সালে পুরান ঢাকার ওয়েস্টইন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৬৯ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর লজিং থাকা অবস্থায় নারায়নগঞ্জের তোলারাম কলেজ থেকে ডিগ্রী (বি,এ) পাশ করেন।

এরপর অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি তার মেডিকেল জীবন শুরু করেন। প্রথমে চট্রগ্রাম কলেজে ভর্তি হন এবং পরবর্তীতে লাহোরের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৯ সালে এম,বি,বি,এস পাশ করেন। এম,বি,বি,এস পাশের পর রেজিস্টার অফিসার হিসেবে লাহোরের জেনারেল হাসপাতালে ২ বছর এবং মেডিকেল অফিসার হিসাবে লাহোরের Chung Rural Health Center- এ প্রায় ৫ বছর কর্মরত ছিলেন।

স্ত্রী মারজিয়া বেগম এবং দুই ছেলে, দুই মেয়ে সহ তিনি প্রায় সাত বছর সেখানেই অবস্থান করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৯৮৭ সালে স্বপরিবারে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পরপরই লক্ষীপুর শহরে "কাউসার ক্লিনিক" নামে প্রথম নিজস্ব প্রাইভেট ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত, এ ক্লিনিকের চিকিৎসা সেবার মাধ্যমেই তিনি খুব দ্রুত সবার মাঝে পরিচিতি লাভ করেন।

শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ

১৯৯৫ সালে কিছু চিকিৎসক এবং এলাকাবাসীর চেষ্টায় তিনি লক্ষীপুরের প্রথম প্রাইভেট হাসপাতাল "লক্ষীপুর আধুনিক হাসাপাতাল" প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘদিন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝে সততার সাথে এই হাসাপাতালের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। একজন প্রখ্যাত সোনোলজিস্ট হিসাবে মূলতঃ এর মাধ্যমেই রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রেণী পেশার অগণিত মানুষকে আন্তরিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব

পালনে সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি গত ১২ই ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে মৃত্যুর আগের দিনও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লক্ষীপুরের বিশেষ বাহিনীর অতর্কিত গুলিবর্ষনে আহত অসংখ্য মানুষকে জরুরী সেবা দিতেও কুণ্ঠিত হননি। এভাবে তার পেশাগত জীবনে প্রচুর মানুষকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়ার পাশাপাশি সাধ্যানুযায়ী গরীব, দুঃখী, এতিম সবাইকেই কোন না কোনভাবে সাহায্য করেছেন।

সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল অসামান্য। তিনি একাধারে লক্ষীপুর পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, হলিহার্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং নিরাপদ ফুডস এন্ড লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। আয়েশা(রা) কামিল মাদ্রাসা, লক্ষীপুর ডায়াবেটিক সমিতি এবং নিরাপদ আবাসন লিমিটেড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া তিনি বায়োফার্মা গ্রুপ, রেডক্রিসেন্ট এন্ড সোসাইটির আজীবন সদস্যসহ আরও বিভিন্ন বেসরকারি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই আদর্শিক রাজনীতির সাথে তিনি কোন না কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি লক্ষীপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। লক্ষীপুর সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে, বিশেষ করে দূর্যোগপূর্ণ মুহুর্তগুলোতে সবসময়ই তিনি একজন অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংগঠনিক কাজে অন্যদেরকে

বিভিন্নভাবে উৎসাহ দেয়ার সাথে সাথে তিনি নিজেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে যথেষ্ট পরিমাণ সচেষ্ট ছিলেন। কিছু কথা না বললেই নয়, গত ৯ই ডিসেম্বর তার শাহাদাতের ৫ দিন পূর্বে লক্ষীপুর পৌরশাখার দায়িত্বশীল ভাইদের উদ্দেশ্যে শাহাদাতের উপর বক্তব্য দেয়ার পর সাংগঠনিক যে সব ভাইয়েরা তাদের ওয়াদার টাকা পরিশোধ করতে পারছিলেন না, তিনি নিজের পকেট থেকে তাদের ওয়াদার টাকা পরিশোধ করে তাদেরকে দায়মুক্ত করেন।

এভাবে যেকোন কাজ শুরু করে শেষ না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। এমনকি কোন কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখতেন না, শাহাদাতের আগের দিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নিজের ব্যক্তিগত রিপোর্ট থেকে শুরু করে লেনদেনের সমস্ত হিসাব পর্যন্ত ডায়রীতে পরিষ্কারভাবে সংরক্ষণ করেছেন। তার এই স্বচ্ছ লেনদেনের কারণে আল্লাহর রহমতে তার কোন দেনা ছিল না। অধীনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও তিনি কাজ আদায় করার সাথে সাথেই পারিশ্রামিক দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

কোন এক আনন্দঘন মুহূর্তে....

সবসময় কাবলী ড্রেসে অভ্যস্ত ডাঃ ফয়েজ আহমদ সর্বদা সহজ-সরল জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তার প্রাণচাঞ্চল্য হাসি আর প্রাণবন্ত কথাবার্তায় দূর থেকেই তার সরব উপস্থিতি টের পাওয়া যেত। সদা হাস্যোজ্জ্বল আর উদার প্রকৃতির হওয়ায় খুব সহজেই যেমন সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন, তেমনি যে কোন আসর মাতিয়ে রাখতেও তার খুব একটা সময় লাগত না। ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক ব্যক্তি তথা সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে তার আন্তরিক সুসম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিরাও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ভীষণ আবেগী স্বভাবের কারণে খুব সহজে যেকোন বিষয়ে রেগে গেলেও আন্তরিক কথাবার্তা ও প্রাণচাঞ্চল্যকর হাসি দিয়ে তৎক্ষনাৎই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারতেন। এজন্য কারও প্রতি তার ক্ষোভ খুব একটা স্থায়ী হত না।

ব্যক্তিজীবনে যথেষ্ট পরিমাণ সময় সচেতন হওয়ার কারণে ফজরের সময় কখনই তার এলার্ম দেবার প্রয়োজন হয়নি। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আগে উঠেই তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেছেন। সবাইকে নিয়মিত নামাজের জন্য ডেকে তোলার পাশাপাশি উঁচু স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতেই মসজিদের পানে ছুটে যেতেন।

যেখানেই অবস্থান করুক না কেন যে কোন অবস্থায় ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, যখনই সময় পেতেন নিজেকে কোন না কোন ভাবে অধ্যয়নের কাজে ব্যস্ত

রাখতেন। অহেতুক সময় নষ্ট করাকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের জন্য ফজরের সময়কেই বেছে নিয়েছিলেন। এছাড়া অন্যান্য সময়ও তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন এবং অবসরে কিংবা উঠতে-বসতে সবসময়ই এর চর্চা অব্যাহত রাখতেন।

সমস্ত কাজ সঠিক সময়ে শুরু করে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার প্রতি তিনি সবসময়ই গুরুত্বারোপ করতেন। এজন্য কেউ আসুক আর নাই আসুক, নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই সবার আগে যে কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। আবার অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্রই দেরী না করে অন্য কোন কাজের জন্য নিজেকে তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু যত কাজই থাকুক না কেন রাত ৯-১০টার মধ্যেই ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতেন।

এত ব্যস্ততার মাঝেও পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালনে কখনও পিছপা হননি। বরং পরিবারের কখন কি দরকার, ঘরের কোথায় কি সমস্যা, এই সবকিছুই তিনি নিজেই তদারকি করতেন। পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা-সমাধান তথা সবার মাঝে আন্তরিকতা এবং দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি মাসে কমপক্ষে একবার হলেও পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসার চেষ্টা করতেন । তার এ বৈঠকগুলো, পারিবারিক সমস্ত বিষয়গুলোর উপর উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা পেতে সাহায্য করত। এভাবে এ চর্চা অব্যাহত রাখার মাধ্যমেই তিনি পরিবারের ভরণপোষণ থেকে শুরু করে

যথাসময়ে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়া, অসিয়ত করে যাওয়া-পরিবারের প্রতি তার এ সমস্ত দায়িত্বগুলোই মৃত্যুর আগে পূর্ণ করে যেতে পেরেছেন। শুধু নিজের পরিবার নয়, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর খবরা-খবরসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাদের সাথে আন্তরিক আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি তাদেরকে নিজ বাসাতে রেখেই চিকিৎসা দিয়েছেন। এভাবে বিয়ে-শাদীর আয়োজনসহ ছোট-খাট যেকোন সমস্যা সমাধানে তিনি তাদের জন্য আমৃত্যু একজন পিতৃতুল্য অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেহমানদারীতেও ছিল তার ভীষণ আন্তরিকতা- সবাইকে নানাভাবে খাওয়াতেই তিনি পছন্দ করতেন। এজন্য আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে সংগঠনের সব ধরনের খাবার আয়োজনে তিনি ছিলেন সবসময়ই অগ্রগামী। বাজার থেকে বিভিন্ন জাতের মাছ কিনে অন্যকে খাওয়াতে তার ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। নিজে মূলতঃ সাধারণ খাবারগুলোই মজা করে খেতে ভালবাসতেন। **এভাবে একদিকে অতিথি-আপ্যায়ন ও চিকিৎসা সেবা এবং অন্যদিকে দ্বীন চর্চায় নিয়োজিত, তার এ বাসাটি আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে রোগী ও সাংগঠনিক নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের পদচারণায় প্রতিনিয়ত মুখরিত ছিল।**

অদম্য পরিশ্রমী হওয়ার কারণে তিনি খুব একটা বিশ্রাম নিতেন না। বিশ্রাম নিলেও তা আবার ১০-২০ কিংবা ৩০ মিনিটের বেশি স্থায়ী হত না। কখনো আবার বিশ্রাম না নিয়েই, সকাল থেকে শুরু করে পেশাগত কাজ সহ

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

অন্যান্য সমস্ত কাজ একত্রে সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ডায়াবেটিক্স, বার্ধক্যসহ নানা অসুস্থতায় জর্জরিত থেকেও এমন পরিশ্রমের পর এত অল্প বিশ্রামেই নিজেকে আবার নতুন কোন কাজের জন্য তৈরী করে ফেলার ব্যাপারটি, সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাসই তাকে এমন মানসিকভাবে শক্তিশালী করার সাহস যুগিয়েছে। এজন্য কঠিন অসুস্থতার সময়ও উচ্চ চিকিৎসার্থে সিংগাপুর না গিয়ে ওমরা করাকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, যদিও ২০০১ সালে তিনি হজ্জ পালন করেছেন।

এভাবে তার সময়ানুবর্তিতা এবং শৃংখলাপূর্ণ জীবনই তাকে তার পেশাগত দায়িত্ব, সাংগঠনিক দায়িত্ব এবং অন্যান্য সমস্ত সামাজিক দায়-দায়িত্বের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। তাই একদিকে যেমন পরিবারকে প্রচুর সময় দিতে পেরেছেন অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সংগঠন কারো হককেই বিনষ্ট করেননি। বরং একজন দা'য়ী এবং চিকিৎসক হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সততা এবং আন্তরিকতার সাথে নিঃস্বার্থভাবে সকলের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পেশাগত জীবনের যেকোন ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম এবং শৃংখলা বহির্ভূত কাজের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সবসময়ই কঠোর। যথেষ্ট স্পষ্টবাদী এবং সৎ সাহসী হওয়ার কারণে, সবধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে বরাবরই সোচ্চার হতে দেখা গেছে। এজন্য যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি ন্যায় ও হক কথা বলতে দ্বিধা-বোধ

করেননি। এমনকি, কারও সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও তিনি রাখ-ঢাক না করে সামনা-সামনি বলার সক্ষমতা রাখতেন। তাই অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে রূঢ় স্বভাবের মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে, তার এই সৎ সাহস এবং স্পষ্টবাদিতাই তাকে সততার সাথে সমস্ত দায়িত্ব পালনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

একজন মু'মিন হিসেবে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন-যাপনে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন বিধায় তিনি এ হাদীসটি প্রায়ই বলতেন-"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই ভয় করে, আর যে আল্লাহকে ভয় করে না তাকে পৃথিবীর সবকিছুই ভয় দেখায়।"

মূলতঃ আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাসের এই মুলমন্ত্রই তাকে জীবনের বিভিন্ন সময়ের সমস্ত প্রতিকূলতা এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে সৎ পথে টিকিয়ে থাকার শক্তি যুগিয়েছে। এজন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেকোন বিপদ-আপদ কিংবা মৃত্যু ভয়ে তিনি ঘাবড়ে যাননি কিংবা আন্দোলনকে তথা তার দায়িত্বকে এড়িয়ে যাননি। বরং তার নির্ভীক হৃদয় শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করার জন্য সদা-সর্বদাই প্রস্তুত ছিল।

উল্লেখ্য যে, গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩ রাত ১২টার দিকে র‍্যাবের কয়েকটি দল ডাঃ ফয়েজ আহমদের বাসার গেটের তালা ভেঙ্গে জোরপূর্বক প্রবেশ করে এবং তাকে টেনে-হিঁচড়ে বাসার ৩ তলার ছাদে নিয়ে যায়।

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

সেখানে অমানুষিক নির্যাতনের পর এক পর্যায়ে তার হাত-পা বেঁধে গুলি করে তাকে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। তারা এতেই ক্ষান্ত হয়নি, মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য মাথায় আবারও গুলি করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঐ সময় তার লাশকে তারা গুম করার চেষ্টা করলেও আল্লাহর অশেষ রহমতে সে চেষ্টা ব্যাহত হয়।

"জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনই জানি, শহীদি রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দেগানী"

পূর্ব ঘোষিত হরতাল-অবরোধসহ সরকারের বিশেষ বাহিনী পরিবেষ্টিত, থমথমে পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এমন জনপ্রিয় নেতার নির্মম হত্যাকান্ডে শোকে স্তব্ধ গোটা এলাকাবাসীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সর্বস্তরের হাজার-হাজার মানুষ শত বাধা ডিঙ্গিয়ে কোন মাইকিং ছাড়াই সেই জানাজায় উপস্থিত হয়।

শাহাদাত মৃত্যু নয়, জীবনেরই অপর নাম

শহীদ ডা. ফয়েজ আহমদ-এর জানাজার একাংশ

গত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে ডা. ফয়েজ আহমদ এর নির্মম হত্যাকান্ডের খবরটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই মানবাধিকার সংস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা সংগঠন থেকে নিন্দা জ্ঞাপনের পাশাপাশি নানা বিবৃতি আসতে থাকে।

এর মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মো: মুজাহিদের বিবৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি গত ২০ ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে কারাবন্দী অবস্থাতেই পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকালে ডা. ফয়েজ আহমেদ- এর নির্মম হত্যাকান্ডে এভাবেই শোক প্রকাশ করেন-

"ডা.ফয়েজের আত্মত্যাগ লক্ষীপুরে আন্দোলনের কাজকে আরও গতিশীল করবে। এই সময় জনাব মুজাহিদ লক্ষীপুরে জামায়াতের কাজকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে শহীদ ডা. ফয়েজ আহমেদ এর অবদান স্মরন করেন। এক

পর্যায়ে অনেকটা শোকাতুর হয়ে পড়েন জনাব মুজাহিদ। তিনি বলেন, ফয়েজ ভাই এর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল, শুধু লক্ষীপুর নয়, বরং গোটা অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলন প্রসারের ক্ষেত্রে পিলারের ভূমিকা পালন করেছেন। ফয়েজ আহমদের পুরোনো স্মৃতির কথা মনে পড়তে তিনি বলেন, আমি যখনই লক্ষীপুর যেতাম, ফয়েজ ভাই এর বাসায় থাকতাম। ফয়েজ ভাই আমার পছন্দ অনুযায়ী খাবার রান্না করতেন। আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ এই সময় শহীদ ডা. ফয়েজ আহমেদ এর স্ত্রী মারজিয়া ফয়েজ এর কথাও গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরন করেন এবং তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার স্ত্রীর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি ফয়েজ ভাই এর লাশের ছবি দেখে কষ্ট পেয়েছি, কেননা ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে, হত্যাকারীরা শুধু ফয়েজ ভাইকে হত্যাই করেনি, তার সাথে বেয়াদবিও করেছে। আল্লাহ যেন ডা. ফয়েজ ভাই এর শাহাদাত কবুল করেন। আমার বিশ্বাস শহীদ ডা. ফয়েজ আহমেদ-এর আত্মত্যাগ দ্বীনি আন্দোলনের কাজকে আরো বেগবান করবে।"

মানুষের কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত ডাঃ ফয়েজ আহমদের মত একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষের অভাব সত্যিই আজ অপূরণীয়। তার সময়নিষ্ঠ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন আর নির্ভীক আত্মত্যাগ সকলের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

"শহীদি ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী, হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারী"

তার এমন নির্মম হত্যাকান্ডে আমরা সত্যিই বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং ধিক্কার জানানোর পাশাপাশি এর উপযুক্ত বিচার কামনা করছি। এরই সাথে মহান আল্লাহর কাছে তার শাহাদাত কবুলের ফরিয়াদ জানাই- মহান আল্লাহ যাতে তাকে শহীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন- আমীন।।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

- এই পুস্তিকাটি বিক্রয়ের অর্থ শহীদ ডাঃ ফয়েজ আহমদ ফাউন্ডেশনের হিসাবে জমা হবে এবং জনসেবামূলক কাজে ব্যবহার করা হবে।
- তাঁর জীবনে প্রথম এবং শেষ লেখা "তাকওয়া" ছাপানোর অপেক্ষায় আছে।

প্রান্তটীকা

[১]সূরা বাকারা ২:১৩৮
[২]সূরা ফুরকান আয়াত- ২৫:৭৫
[৩]আম্বিয়া- ২১:৩৫, ইমরান- ৩:১৮৫, আন কাবুত- ২৯:৫৭
[৪]সূরা জুময়া-৬২:৮
[৫]আল ইমরান- ৩:১৫৪ আয়াত
[৬]লোকমান- ৩১:৩৪
[৭]আল ইমরান- ৩:১৪৫ আয়াত
[৮]সূরা বাকারা-২:১৪৩
[৯]সূরা হজ্জ-২২:১৭
[১০]সূরা আহযাব-৩৩:৪৫
[১১]সূরা হজ্জ- ২২:৭৮ আয়াত
[১২]সূরা মায়েদা-৫:৮
[১৩]সূরা নূর- ২৪:২
[১৪]সূরা ফাতাহ- ৪৮:২৮
[১৫]সূরা মুজাদালাহ- ৫৮:৬
[১৬]সূরা বাকারা- ২:১৪০ আয়াত
[১৭]সূরা আল ইমরান- ৩:১৪০ আয়াত
[১৮]সূরা হাদীদ - ৫৭:১৯ আয়াত
[১৯] কানযুল উম্মাহ
[২০]সূরা নিসা- ৪:৬৯ আয়াত
[২১]সূরা আসশূরা-৪২:২০
[২২]সূরা তাওবা -৯:৩৮
[২৩]সূরা নিসা -৪:৭৪
[২৪]সূরা তাওবা-৯:১১১
[২৫]সুনান আবু দাউদ :: জিহাদ অধ্যায় ১৫ হাদিস ২৫২০
[২৬]সহিহ বুখারী :: খন্ড ৪ :: অধ্যায় ৫২ :: হাদিস ৫৩
[২৭]সহিহ বুখারী :: খন্ড ৪ :: অধ্যায় ৫২ :: হাদিস ৭২
[২৮]সূরা বুরুজ- ৮৫:৮-৯
[২৯]তাফসীরে ইবনে কাসীর ১৬ তম খন্ড
[৩০]ইয়াসীন ৩৬:২৬-২৭ আয়াত
[৩১]সুনানু ইবনে মাজাহ্ :: হাদিস ২৮০০ জিহাদ অধ্যায়
[৩২]আল ইমরান ৩:১৬৯-১৭১
[৩৩]মিশকাত ২/৫৬৬; ইবনে হিশাম ২/৮৬
[৩৪]বাকারা- ২:১৫৪
[৩৫]সূরা মুহাম্মদ -৪৭:৪
[৩৬]সূরা হজ্জ- ২২:৫৮
[৩৭]আল-ইমরান- ৩:১৫৭
[৩৮]ফাতহুল বারী :: হাদিস ১২৮৬
[৩৯]সুনানু নাসাঈ শরীফ :: জিহাদ অধ্যায় ২৫ :: হাদিস ৩১৬৩
[৪০]সহিহ বুখারী :: খন্ড ৪ :: অধ্যায় ৫২ :: হাদিস ৫৯
[৪১]তিরমিযী
[৪২]মুসলিম ১৯০৯, তিরমিযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, দারেমী ২৪০৭
[৪৩]kalemtayeb.com::item::3195
[৪৪]কাজী নজরুল ইসলামের একটি গানের অংশ ও ফররুখ আহমেদের 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থের নতুন সফর কবিতার অংশ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। আল্লাহর নিকট থেকে তারা জীবিকা পাচ্ছে।"

(আল ইমরান ১৬৯)

"আমার রব, যখন চান এবং যেখানে চান আমাকে সেখানে-সে ভাবে মৃত্যুবরণ করতেই হবে; তাহলে আমি আমার মালিকের কাছে শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করব না কেন? কেন আমি শাহাদাতের সেই মহান মর্যাদার অধিকারী হতে চাইবনা?"

"মুমিন জীবনের আসল কামনা হওয়া উচিত আখিরাতের সফলতা। আর আখেরাতের সফলতা তখনই লাভ করা যায় যখন দুনিয়ার জীবনে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নাযাতের জন্য আমলের স্থান হলো এই দুনিয়া।"

"কোন মানুষই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। দিনের পর যেমন রাত আসে এবং অন্ধকারের পরে আলো আসে। তেমনি জীবনের পরে মৃত্যু আসবেই। দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলে কিন্তু মৃত্যু সমস্যার কোন সমাধান নেই।"

-শহীদ ডা: ফয়েজ আহমদ